COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION AND TECHNOLOGY (CBAT), KUSHTIA.

LECTURE: 2 **Bangladesh Studies (3105)**

BBA THIRD YEAR FIFTH SEMESTER

1.Ques: Give a short description of the Pandu Rajar Dhibi. (2007)

Pandu Rajar Dhibi situated at Panduk (Burdwan District) on the Ajay, was the first chalcolithic site discovered in West Bengal, India. **পাণ্ডু রাজার ঢিবি** ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদের তীরে বর্ধমান জেলার পাণ্ডুক-এ আবিষ্কৃত অত্র অঞ্চলের প্রথম তাম্র-প্রস্তর যুগীয় প্রত্নস্থল। It is situated about 40 kilometres to the northwest of BIRBHANPUR, a microlithic site, and was excavated by BB Lal in 1954-57. মধ্য-প্রস্তর যুগীয় প্রত্নস্থল বীরভনপুর এর প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এটি অবস্থিত।১৯৫৪-৫৭ সালের মধ্যে বি.বি লাল কর্তৃক এখানে উৎখনন পরিচালিত হয়। The excavations at Pandu Rajar Dhibi, carried out in several phases in 1962-1965 and in 1985 by the West Bengal Department of Archaeology have brought to light the chalcolithic phase of the prehistory of Bengal. পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৯৬২-৬৫ এবং ১৯৮৫ সালে পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে কয়েক দফা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন চলে এবং বাংলার প্রাকইতিহাসের তাম্র-প্রস্তর যুগীয় সাংস্কৃতিক পর্যায় জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। Of the chalcolithic sites that have been found, Pandu Rajar Dhibi is by far the most interesting. এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাম্র-প্রস্তর যুগীয় প্রত্নস্থলের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক হচ্ছে পাণ্ডু রাজার ঢিবি। The main mound of Pandu Rajar Dhibi is associated with King Pandu of *MAHABHARATA* fame. মহাভারত খ্যাত রাজা পাণ্ডুর সঙ্গে পাণ্ডু রাজার ঢিবির প্রধান ঢিবি বা স্তূপটি সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে। The mound (200m × 170m) has been excavated five times between 1962-85. In all 53 trenches of different sizes, varying from 4m × 4m to 10m × 5m, were excavated. ১৯৬২-৮৫ সালের মধ্যে ঢিবিটিতে (২০০মি-১৭০মি) পাঁচবার প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন পরিচালিত হয়। ৪৪মি থেকে ১০৫মি পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের ৫৩টি ট্রেঞ্চ-এ খনন কাজ চলে। The height of the central portion of the mound is 5m from the road-level. ঢিবিটির প্রধান অংশ রাস্তা থেকে ৫ মিটার উঁচু।The 1985 excavation has clearly shown that there were, in all, six periods of occupation at the site. ১৯৮৫ সালের উৎখননের মাধ্যমে এ প্রত্নস্থলে সুস্পষ্ট ৬টি স্তর বা পর্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। Some of the trenches were dug down to natural soil (compact mottled sandy silt overlying decomposed sandstone). কোন কোন ট্রেঞ্চ একেবারে স্বাভাবিক মাটির স্তর (বেলেপাথর চূর্ণের ফলে গঠিত জমাটবাঁধা নানা রঙের বালির আস্তরণ) পর্যন্ত খনন করা হয়েছে। Like most Chalcolithic sites in West Bengal, there were two main periods: পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ তাম্র-প্রস্তর যুগীয় প্রত্নস্থলের মতো এখানেও দুটি প্রধান পর্ব বা স্তর রয়েছে: (a) Chalcolithic and (ক) তাম্র-প্রস্তর যুগের পর্ব; এবং (b) Iron Age. (খ) লৌহ যুগের পর্ব। The Chalcolithic period may be divided into two phases - one pre-metallic and the other pure Chalcolithic. তাম্র-প্রস্তর যুগের পর্ব আবার মোটামুটিভাবে দুভাগে বিভক্ত একটি ধাতুযুগের পূর্ববর্তী পর্ব এবং অন্যটি প্রকৃত তাম্র-প্রস্তর পর্ব। The span of the Chalcolithic period in West Bengal is c 1600 BC - 750 BC. Of the six periods noticed at the site, the first two were Chalcolithic (the first one was pre-metallic in as much as no metal was found in it); পশ্চিম বঙ্গে তাম্র-প্রস্তর যুগ অব্যাহত ছিল সম্ভবত ১৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। the third was transitional (overlapping of Chalcolithic age & Iron age equipments); the fourth represented the Iron age; তৃতীয় স্তরটি যুগসন্ধিক্ষণমূলক (তাম্র-প্রস্তরযুগ থেকে লৌহ যুগে পদার্পণ); the fifth belonged to early historic and the sixth to Pala or early medieval times. চতুর্থ পর্যায় লৌহ যুগের স্তরকে নির্দেশ করে; পঞ্চম স্তর আদি ঐতিহাসিক যুগের এবং ষষ্ঠ স্তর পাল অথবা আদি মধ্য যুগের পর্যায়কে নির্দেশ করে। The excavation at Pandu Rajar Dhibi has provided evidence for the gradual growth of a Chalcolithic culture and its displacement by iron-using people. পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে তাম্র-প্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারা এবং লোহা ব্যবহারকারী মানুষ কিভাবে তাদের স্থান দখল করল সে সম্পর্কে জানা যায়। There is evidence of a great conflagration in period III, which may be considered as the transitional period. তৃতীয় পর্ব বা স্তরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের আলামত পাওয়া যায়, যা সম্ভবত একটি ক্রান্তিকালকে নির্দেশ করে। The transition perhaps led to the exit of the Chalcolithic people and entrance of the Iron Age people. তখন থেকে হয়তো তাম্র-প্রস্তরযুগীয় মানুষের প্রস্থান ও লৌহ যুগের মানুষের আগমন ঘটে।

2.Ques: Briefly explain the economic condition of Ancient Bengal. (2008)

From very ancient times agriculture has been the main source of the livelihood. প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি বাঙালির জীবিকার উৎস।Rice was the most important and one of the oldest crops. ধান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীনতম শস্যগুলির একটি। The earliest reference to this crop is found in the Mahasthan Brahmi Inscription belonging to the third or the second century BC. মহাস্থান ব্রাহ্মী শিলালিপিতে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকে ধানের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।This crop is also mentioned in several other literary sources: Kalidasa*Raghovngsa*, *Ramcharita*, *Casapala*, and *Saduktikarnamrita*. অন্য কয়েকটি লেখায়ও এ শস্যের উল্লেখ রয়েছে কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'রামচরিত' গ্রন্থে এবং 'কাসাপালা' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি রচনায়। Inscriptions, particularly those issued by the *Sena* rulers, contain description of paddy fields. সেন রাজত্বে বিশেষভাবে বিভিন্ন লিপিতে ধানক্ষেতের বিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়।সেন রাজত্বে বিশেষভাবে বিভিন্ন লিপিতে ধানক্ষেতের বিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়। Thus, the Anulia copperplate of Laksmansena mentions the harvest of *sali* rice in autumn. লক্ষ্মণ সেনের অনুলিয়া তাম্রশাসনে হেমন্তে শালিধান কাটার উল্লেখ রয়েছে। The same inscription tells us that the king gave away to Brahmans several villages containing lands producing paddy. একই লিপিতে আরও আছে যে, রাজা ব্রাহ্মণদের ধানীজমিসহ কয়েকটি গ্রাম দান করেন। Another reference to this crop is found in the Edilpur copperplate. In this inscription paddy is referred to in general term as *Sali.* ইদিলপুর তাম্রশাসনে ধানের আরেকটি উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে ধানকে সাধারণ অর্থে শালি বলা হয়েছে। The basic livestock of the peasants was cattle, used for ploughing, transport and various dairy products. চাষাবাদ, পরিবহণ ও বিভিন্ন দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য ব্যবহৃত কৃষকদের মূল পশুসম্পদ ছিল গরু। Wealth was sometimes measured in terms of the number of cattle in one's possession. গরুর সংখ্যা দিয়ে কখনও কখনও লোকের ধনদৌলতের পরিমাপ করা হতো। As evidenced by available ancient inscriptions and texts, Bengal in ancient times had a settled economy characterized by extensive internal and external trade and commerce. প্রাচীন লিপি ও পুথি-পুস্তকের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বদৌলতে বাংলার অর্থনীতি একটি দৃঢ় অবস্থানে ছিল। Bengal was indeed integrated to commercial hubs of South and Southeast Asia, even to those of the Middle East and Europe, according to *Periplus*. পেরিপ্লাসের বিবরণ থেকে জানা যায়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, এমনকি মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। In facilitating the market operation there must have been some device as exchange medium. তৎকালে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রাব্যবস্থার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে।

3.Ques: What is " Matsanayam"? In this context explain the political condition of ancient Bengal during one hundred years following the death of Sasanka.

Matsyanyayam the condition of Bengal in the century following the death of SHASHANKA and before the rise of the Palas (c 750-850 AD) has been described as *matsyanyayam* (*matsyanyayam*). **মাৎস্যন্যায়ম্** রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে পাল রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে বাংলার রাজনীতিতে এক চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা। In a near contemporary inscription, the Khalimpur copperplate of the 32nd year of the second Pala ruler DHARMAPALA, and the 12th century *RAMACHARITAM kavya* of Sandhyakaranandi the anarchical condition of Bengal preceding the rise of the Pala dynasty is found mentioned as matsyanyayam. প্রায় সমসাময়িককালের একটি লিপিতে দ্বিতীয় পালশাসক ধর্মপালের রাজত্বের ৩২তম বছরে প্রকাশিত খালিমপুর তাম্রশাসন এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম কাব্যে পাল রাজবংশের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার নৈরাজ্যকর অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়ম্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।The Sanskrit term *matsyanyayam*, used in ancient texts, bears special significance. The *Kautilya Arthashastra* defines the term as follows: প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ মাৎস্যন্যায়ম্ বিশেষ অর্থবহ। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ এই শব্দটির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে: When the law of punishment is kept in abeyance, it gives rise to such disorder as is implied in the proverb of fishes, যখন দণ্ড দানের আইন স্থগিত বা অকার্যকর থাকে তখন এমন অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা মাছের রাজ্য সম্পর্কে প্রচলিত প্রচবনের মধ্যে বিধৃত। ie, the larger fish swallows a smaller one, for in the absence of a magistrate, the strong will swallow the weak.অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বড় মাছ ছোট মাছকে গ্রাস করে, কারণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অবর্তমানে সবল দুর্বলকে গ্রাস করবেই।

We have no direct evidence from which to discern the social ramifications of this anarchy. এই নৈরাজ্যকর অবস্থার সামাজিক দিকগুলি নিরূপণের সহায়ক কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। But indirect deductions from the available evidence make it clear that in the absence of peace and order there was a decline in trade and commerce. তবে পরোক্ষ তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অধোগতি দেখা দিয়েছিল।

4.Ques: How did Bakhtiar Khalji establish Muslim rule in Bengal?(2006)

Bakhtiyar Khalji inaugurated Muslim rule in Bengal by conquering its northwestern part in early 1205 AD. **বখতিয়ার খলজী** ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশ জয় করে সেখানে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। In 1203 AD Bakhtiyar made a sudden dash against Bihar, occupied it and returned with enormous booty. ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজী হঠাৎ করে বিহার আক্রমণ করেন এবং সে স্থান দখল করে প্রচুর ধন-সম্পদসহ প্রত্যাবর্তন করেন।He met Qutbuddin and gave him rich presents. তিনি কুতুবউদ্দীন আইবকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। Qutbuddin in turn received him with great honour. অপরপক্ষে কুতুবউদ্দীনও তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। Turning now his attention towards Bengal Bakhtiyar started on his adventure in the winter of 1204-05 AD and, proceeding through the unfrequented Jharkhand region, marched so swiftly towards Nadia that only eighteen horsemen could keep pace with him. অতঃপর বখতিয়ার খলজী বাংলার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।১২০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দের শীতকালে তিনি তাঁর দুঃসাহসী অভিযান শুরু করেন এবং ঝাড়খণ্ডের দুর্গম অরণ্যাঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এত দ্রুতগতিতে নদীয়ার দিকে ধাবিত হন যে, তাঁর সাথে মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী সৈন্য তাল রেখে আসতে পেরেছিল। The city dwellers took him to be a horse-dealer and he captured the palace by surprise. Raja laksmanasena 'fled away by the back-door' bare footed. Meanwhile the main army of Bakhtiyar Khalji arrived and Nadia came under his possession. নগরবাসীরা তাঁকে ঘোড়া ব্যবসায়ী বলে মনে করেছিল। বখতিয়ার খলজী অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে রাজপ্রাসাদ দখল করেন। রাজা লক্ষ্মণসেন নগ্নপদে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। ইতোমধ্যে বখতিয়ার খলজীর মূল বাহিনীও এসে পড়ে এবং নদীয়া তাঁর অধিকারে আসে। Bakhtiyar Khalji stayed in Nadia for a short period and then marched upon Gaur (Lakhnauti). বখতিয়ার খলজী স্বল্পকালীন সময়ের জন্য নদীয়ায় অবস্থান করেন এবং পরে তিনি গৌড়ের (লখনৌতি) দিকে যাত্রা করেন। He conquered it without any resistance in 601 AH/1205 AD and made it the seat of his government. তিনি ৬০১ হিজরিতে (১২০৫ খ্রি.) বিনা বাধায় গৌড় জয় করেন এবং সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। Afterwards he proceeded eastward and extended his authority over north Bengal. অতঃপর তিনি পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং উত্তর বাংলায় তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন। Bakhtiyar Khalji's territories extended from the modern town of Purnia via Devkot(in Dinajpur) to the town of Rangpur in the north, to the river Padma in the south, to the rivers Tista and Karatoa in the east and to the previously captured territory of Bihar in the west.বখতিয়ার খলজীর রাজ্য উত্তরে বর্তমান পূর্ণিয়া শহর থেকে দেবকোট (দিনাজপুর) জেলা হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে সোজাসুজিভাবে রংপুর শহর পর্যন্ত, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে তাঁর পূর্ব অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

5.Qus: Do you agree with the view that the Hussain Shahi period was the Golden Age in the history of Muslim Bengal?

Husain Shahi Rule (1494-1538 AD) occupies a significant place in the medieval history of Bengal. ***হোসেনশাহী আমল*** বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে হোসেনশাহী আমল এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। It marked the zenith of the Independent Sultanate in Bengal. এ আমল ছিল বাংলার স্বাধীন সালতানাতের খ্যাতির সর্বোচ্চ পর্যায়।Husain Shahi rule was characterised by territorial expansion, stabilisation of administration and significant developments in religion, literature, the arts and the economy. রাজ্যের সম্প্রসারণ, প্রশাসনের সুস্থিতকরণ এবং ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় অগ্রগতি দ্বারা হোসেনশাহী শাসনামল বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

In this period Bengal's political isolation from North India reached its culminating point, and this helped her to reinforce her cultural identity. এ আমলে উত্তর ভারত থেকে বাংলার চূড়ান্ত রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে সহায়তা করে। সাহিত্যিক পুনর্জাগরণ এ আমলকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিল।The literary renaissance which characterised the period was but a flowering of the local genius which had remained repressed in the earlier period. এটা ছিল স্থানীয় প্রতিভার পুস্পোদ্গম, যা পূর্ববর্তী আমলে ছিল অবদমিত।Though in this period Bengal did not witness the emergence of any new forms of art, the surviving specimens of fine arts and architecture indicate an advanced stage of development and seem to reflect the prosperity of the period. এ আমলে বাংলায় নতুন ধরনের কোন শিল্পের বিকাশ না ঘটলেও চারুকলা ও স্থাপত্যের বিদ্যমান নমুনা ছিল এ আমলের শিল্প বিকাশের উন্নত নিদর্শন এবং এতে এ আমলের সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে।The Husain Shahi rulers, taking off the cloak of their foreign origin, tried to identify themselves with local aspirations, and the development of the Muslim mind was, more or less, along the lines of the indigenous culture. হোসেনশাহী শাসকরা তাদের বহিরাগত পরিচয় পরিহার করে নিজেদের স্থানীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করার চেষ্টা করেন এবং এ সময়ে দেশীয় সংস্কৃতির ধারায় মুসলিম মানসের কমবেশি বিকাশ ঘটে।The period saw the advent of the Europeans in Bengal. এ সময়ে বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে।Towards the close of the period Mughal rule touched only the outer fringe of Bengal and European trade and commerce were yet to have a proper beginning. এ আমলের শেষ দিকে মুগল শাসন শুধু বাংলার সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে পৌঁছেছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য তখন শুরু হওয়ার পথে। The period witnessed the initial signs of the new forces that were destined to shape the life of the country for centuries to come. In that sense the period represents a 'formative period' of Bengal history.পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে দেশের জীবনধারার রূপদানকারী নতুন শক্তিগুলির প্রাথমিক কিছু লক্ষণ এ আমলে প্রত্যক্ষ করা যায়। সে অর্থে এ আমল ছিল বাংলার ইতিহাসের গঠনযুগ।So, we say that Hussain Shahi period was the Golden Age in the history of Muslim Bengal.

The accounts of VARTHEMA, BARBOSA, TOME PIRES (written in the early 16th century) and Joao de Barros (written immediately after the fall of the Husain Shahi dynasty) together with Bengali poems, Persian literature, coins and inscriptions give many indications of developments in the field of economy. বাংলা কাব্য, ফারসি সাহিত্য, মুদ্রা ও লিপিসাক্ষ্যসহ ভার্থেমা, বারবোসা, তোমে পিরে (ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় লিখিত) এবং জোয়াও ডি. ব্যারোজের (হোসেনশাহী বংশের পতনের অব্যবহিত পরে লিখিত) বিবরণ এ আমলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রভূত ইঙ্গিত দান করে। Bengal derived her wealth mainly from agriculture, trade and industry. কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প থেকেই বাংলা প্রধানত তার সম্পদ আহরণ করত। It is not possible to have a precise idea about the ratio of the urban and rural populations. শহুরে ও গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। Since the society of medieval Bengal was basically agricultural, people living in villages must have outnumbered those in towns and cities. মধ্যযুগের বাংলার সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক হওয়ায় গ্রামে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা শহর ও নগরবাসীদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল। Considered from the point of view of its economic structure, the village in medieval Bengal did not differ much from its modern counterpart. এর অর্থনৈতিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে মধ্যযুগের বাংলার গ্রাম তার বর্তমান প্রতিরূপের চেয়ে খুব বেশি ভিন্নতর ছিল না। It had a number of inter-dependent socio-economic groups, which functioned collectively to sustain the life of the entire rural population. এর অর্থনৈতিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে মধ্যযুগের বাংলার গ্রাম তার বর্তমান প্রতিরূপের চেয়ে খুব বেশি ভিন্নতর ছিল না।। গ্রামে বহু পরস্পর নির্ভরশীল আর্থ-সামাজিক শ্রেণী ছিল যারা গ্রামের সমগ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা টিকিয়ে রাখতে কাজ করত। Though mainly based on land and its produce, the village had a limited amount of trade and commerce. ভূমি ও এর উৎপন্ন দ্রব্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মূল ভিত্তি হলেও গ্রামে সীমিত পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল। In contrast, towns and cities saw the concentration of people associated with administration, trade and commerce. অন্যদিকে শহর ও নগরে প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সমাগম দেখা যেত। There were a few towns and cities, such as Gaur, Pandua, Satgaon, Chittagong and Sonargaon, whose existence in the period can be explained in terms of political and commercial reasons. গৌড়, পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও, চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও-এর মতো কয়েকটি শহর ও নগর ছিল এবং রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই সে আমলে এগুলি গড়ে উঠেছিল।

Sonargaon, situated between the Laksya and the Meghna, used to export rice and cloth to different parts of the world.লক্ষ্যা ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সোনারগাঁও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চাল ও বস্ত্র রপ্তানি করত। Chittagong, located on the Karnafuli and facing the Bay of Bengal, held a precarious position in the commercial life of Bengal, for its possession was being disputed by the rulers of Bengal, Tippera and Arakan. কর্ণফুলির তীরে এবং বঙ্গোপসাগরের মুখে অবস্থিত চট্টগ্রামের অবস্থান ছিল বাংলার বাণিজ্যিক জীবনে খুবই ঝুকিপূর্ণ, কারণ এর অধিকার নিয়ে বাংলা, ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাদের মধ্যে বিরোধ ছিল। But it was of unique interest to the Portuguese who called it *Porto Grande*. কিন্তু পর্তুগিজদের নিকট এ বন্দর ছিল খুবই আকর্ষণীয় এবং তারা একে 'পোর্টো গ্র্যাণ্ডে' নামে অভিহিত করত। The metal industry flourished; blacksmiths and goldsmiths constituted distinct economic classes. এ সময়ে ধাতুশিল্পের বিকাশ ঘটে। কর্মকার ও স্বর্ণকার ছিল বিশিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। The Husain Shahi rulers issued numerous silver coins and only a few gold coins. হোসেনশাহী সুলতানগণ বিপুল সংখ্যক রৌপ্যমুদ্রা ও অল্পসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। Nusrat and Mahmud issued copper coins, which were rare pieces. নুসরত ও মাহমুদ স্বল্পসংখ্যক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। There is a sudden influx of silver coins, very rich in variety, in the Husain Shahi period. হোসেনশাহী আমলে বিপুল সংখ্যক ও বহু ধরনের রৌপ্যমুদ্রার আকস্মিক আগমন ঘটে। This undoubtedly suggests that there was a considerable increase in the volume of foreign trade in the period. এ থেকে এ আমলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

6. Qus: Write short note on Bara Bhuiyans. (2010)

The Bara-Bhuiyans were the local chiefs and ZAMINDARs who put up strong resistance to the Mughals during the time of AKBAR and JAHANGIR. **বারো ভূঁইয়া** বাংলার স্থানীয় প্রধান ও জমিদার, যাঁরা আকবর ও জাহাঙ্গীর এর রাজত্বকালে মুগলবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। The term *Bara-Bhuiyans* means twelve *bhuiyans*, বারো-ভূঁইয়া শব্দটির অর্থ বারোজন ভূঁইয়া। but who these bhuiyans were could not be identified for a long time. তবে কারা ছিলেন এ বারোজন ভূঁইয়া তা বহুদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নি। In fact, during the interregnum between Afghan rule and the rise of Mughal power in Bengal, various parts of Bengal passed to the control of several military chiefs, bhuiyans and zamindars. প্রকৃতপক্ষে বাংলায় আফগান শাসনামল ও মুগল শক্তির উত্থানের মধ্যবর্তী সময়কালে বাংলার বিভিন্ন এলাকা বহু সামরিক প্রধান, ভূঁইয়া এবং জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। They jointly, and more often severally resisted Mughal expansion and ruled their respective territories as independent or semi-independent chiefs.তারা কখনও যৌথভাবে এবং বেশিরভাগ সময় পৃথকভাবে মুগল আগ্রাসন প্রতিহত করেছিলেন এবং স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন শাসকরূপে তাঁদের নিজ নিজ এলাকা শাসন করেছিলেন।

One group of scholars says the term Bara Bhuiyan does not necessarily mean exactly twelve bhuiyans or chiefs, the term was applied loosely to mean many. একদল পণ্ডিত বলেন যে, বারো ভূঁইয়া শব্দটি নির্ভুলভাবে বারোজন ভূঁইয়া বা প্রধানকে বোঝায় না; বহু সংখ্যক বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। As number twelve was sacred to the Hindus, হিন্দুদের কাছে বারো সংখ্যাটি ছিল পবিত্র। these scholars examined traditions from scriptures to find out in which of the cases the number twelve was used. কোন কোন ক্ষেত্রে বারো সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছিল তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিতগণ ধর্মশাস্ত্রের কাহিনীগুলি পরীক্ষা করেন। They applied the term Bara-Bhuiyans to those who fought for the freedom of their motherland, তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছিলেন তাদের বোঝাতে বারো ভূঁইয়া শব্দটি ব্যবহার করেন। though in actual practice the number of such freedom fighters was much more than twelve. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মুক্তিকামী যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল বারোর চেয়ে অনেক বেশি। This view was later modified by another group of scholars to say that only those bhuiyans who fought against Mughal aggression were known as Bara-Bhuiyans. পরবর্তীকালে অন্য একদল পণ্ডিত এ মতবাদ সংশোধন করে বলেন যে, যারা মুগলদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন শুধু তারাই বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত। Even the fighters against the Mughals were many more than twelve, so this group also failed to identify the Bara-Bhuiyans. তাহলেও, মুগলদের বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের সংখ্যা ছিল বারোর অধিক। ফলে এ দলও বারো ভূঁইয়াদের শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন।

In recent years, the question of identification of the Bara-Bhuiyans has been studied afresh and they have been identified more or less satisfactorily. সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বারো ভূঁইয়াদের পরিচয়ের প্রশ্নটি সতর্কতার

সঙ্গে নতুনভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। Mughal historians, Abul Fazl and Mirza Nathan, state the number of Bhuiyans as twelve,মুগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও মির্জা নাথান উভয়েই ভূঁইয়াদের সংখ্যা বারো বলে উল্লেখ করেছেন।

After the Mughal campaign in Bhati, as found in the *Akbarnama*, the following list of the Bhuiyans may be drawn up: আকবরনামায় প্রাপ্ত ভাটিতে মুগলদের যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ অনুযায়ী ভূঁইয়াদের নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে: (i) Isa Khan *Masnad-i-Ala*, (১) ঈসা খান মসনদ-ই-আলা, (ii) Ibrahim Naral, (২) ইবরাহিম নরল (iii) Karimdad Musazai, (৩) করিমদাদ মুসাজাই, (iv) Majlis Dilwar, (৪) মজলিস দিলওয়ার, (v) Majlis Pratap, , (৫) মজলিস প্রতাপ, (vi) Kedar Rai, (৬) কেদার রায়, (vii) Sher Khan, (৭) শের খান, (viii) Bhadur Ghazi, (৮) বাহাদুর গাজী, (ix) Tila Ghazi, (৯) তিলা গাজী, (x) Chand Ghazi, (১০) মাধব রায়, (xi) Sultan Ghazi, (১১) সুলতান গাজী, (xii) Selim Ghazi, (১২) সেলিম গাজী (xiii) Qasim Ghazi. (১৩) কাসিম গাজী।

In the *Baharistan-i-Ghaibi*, the names of Musa Khan and his 12 zamindar allies are as follows: *বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে* মুসাখান ও তাঁর বারোজন মিত্র-জমিদারের নাম পাওয়া যায়। এদের নাম নিম্নরূপ: (i) Musa Khan *Masnad-i-Ala*, (ii) Alaul Khan, (iii) Abdullah Khan, (iv) Mahmud Khan, (v) Bahadur Ghazi, (vi) Sona Ghazi, (vii) Anwar Ghazi, (viii) Shaikh Pir, (ix) Mirza Mumin, (x) Madhav Rai, (xi) Binode Rai, (xii) Pahlwan, (xiii) Haji Shamsuddin Baghdadi. (১) মুসাখান মসনদ-ই-আলা, (২) আলাউল খান, (৩) আবদুল্লাহ খান, (৪) মাহমুদ খান, (৫) বাহাদুর গাজী, (৬) সোনা গাজী, (৭) আনোয়ার গাজী, (৮) শেখ পীর, (৯) মির্জা মুনিম, (১০) মাধব রায়, (১১) বিনোদ রায়, (১২) পাহলওয়ান, (১৩) হাজী শামসুদ্দীন বাগদাদী। The patriotic Bhuiyans, who resisted the Mughal conquest, were famous as Bara-Bhuiyans or twelve Bhuiyans, মুগল আগ্রাসন প্রতিহতকারী দেশপ্রেমিক ভূঁইয়াগণ বারো ভূঁইয়া অথবা বারোজন ভূঁইয়া রূপে খ্যাতি লাভ করেছেন। but in both the above lists, there are thirteen names. কিন্তু উপরের দুটি তালিকাতেই তেরোজন ভূঁইয়ার নাম রয়েছে। Actually they were thirteen including the leader, and in fact both Abul Fazl and Mirza Nathan, while referring to the Bara-Bhuiyans, wrote, 'Isa Khan made the 12 zamindars of Bengal subject to himself', প্রকৃতপক্ষে নেতাসহ তাঁরা ছিলেন তেরোজন এবং বস্তুত আবুল ফজল এবং মির্জা নাথান দুজনই বারো ভূঁইয়াদের নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন 'ঈসাখান বাংলার বারোজন জমিদারকে তাঁর অধীনে এনেছিলেন'। and elsewhere Mirza Nathan wrote 'Musa Khan and his 12 zamindar allies'. অন্যত্র মির্জা নাথান উল্লেখ করেন, 'মুসাখান ও তাঁর বারোজন জমিদার মিত্র'।

Ahsan Kabir

M.S.S (Eco), B.S.S (1st class 1st)
Islamic University, kushtia.
Lecturer
Department of Business Administration
CBAT, Kushtia.
Cell: 01735600883

Download all lectures: www. economist-kabir.yolasite.com